ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে দুদক টিম

(অভিযানের তারিখ: ১৩ আগস্ট, ২০১৮ খ্রি:)

ঔষধ প্রস্তুতকারী কয়েকটি কোম্পানির ঔষধের কাঁচামালে বিষাক্ত এজেন্ট শনাক্ত হওয়ায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি উক্ত ঔষধের উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু উক্ত অধিদপ্তরের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে বেআইনিভাবে উক্ত ঔষধসমুহ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে, দুর্নীতি দমন কমিশনের হটলাইনে (১০৬) এমন অভিযোগ আসলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে যায় দুদক।

উপপরিচালক হেলাল উদ্দিন শরীফ এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টিম আজ (১৩/০৮/২০১৮) এ অভিযানে অংশ নেয়। অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) দুদকটিমকে অবহিত করেন যে, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals ltd., China কর্তৃক উৎপাদিত Valsartan জাতীয় ঔষধের সক্রিয় কাঁচামালে বিষাক্ত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান শনাক্ত হওয়ায় World Health Organization (WHO) উক্ত কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদিত Valsartan জাতীয় ঔষধবাজার হতে প্রত্যাহারের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সে মোতাবেক তিনটি কো¤পানির মোট ০৮টি ঔষধ বাংলাদেশের বাজার থেকে প্রত্যাহার এবং কাঁচামাল ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু এসত্ত্বেও বাজারে উক্ত কোম্পানিসমূহের Valsartan জাতীয় ঔষধ কিভাবে পাওয়া যাচ্ছে, দুদকটিমের এ প্রশ্নের উত্তরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর জানায়, এ ঔষধ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অন্য দেশ থেকে আমদানি করে বাজারে ঔষধের যোগান স্বাভাবিক রাখা হচ্ছে। দুদক টিম জনস্বাস্থ্যহানিকর কোন ঔষধ উৎপাদন যেন না হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়।

এ পরিদর্শন সম্পর্কে এনফোর্সমেন্ট অভিযানের সমন্বয়কারী দুদক মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, “জনস্বাস্থ্য নিয়ে যাতে কোনো দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে, তা নিশ্চিত করতে দুদক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম মনিটর করছে। এক্ষেত্রে দুর্নীতি ঘটলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। ”